ন্যাস

কর শুদ্ধি:----
একটি রক্ত বর্ণ পুষ্প গ্রহণ করিয়া ওঁ মন্ত্রে কর দ্বারা পেষণ করিয়া "হে সৌ" মন্ত্রে ঐ পুষ্প ঈশান কোণে ফেলিবে ।

করন্যাস:----
আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ [উভয়হস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিবে]
ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা [অঙ্গুষ্ঠদ্বারা উভয় হস্তের তর্জ্জনী স্পর্শ করিবে]
উং মধ্যমাভ্যাং বষট্ [অঙ্গুষ্ঠদ্বারা উভয় হস্তের মধ্যমা স্পর্শ করিবে]
ঐং অনামিকাভ্যাং হূং [অঙ্গুষ্ঠদ্বারা উভয় হস্তের অনামিকা স্পর্শ করিবে]
ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ [অঙ্গুষ্ঠদ্বারা উভয় হস্তের কনিষ্ঠা স্পর্শ করিবে]
অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যা মন্ত্রায় ফট্ [তর্জ্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলির দ্বারা বাম হস্তের তলদেশে করতল ধ্বনি করিবে]

অঙ্গন্যাস:-

হৃদয়ং মধ্যমানামাতর্জ্জনীভিঃ স্মৃতং শিরঃ। মধ্যমা-তর্জ্জনীভ্যাং স্যাদঙ্গুষ্ঠেন শিখা স্মৃতা।। দশভিঃ কবচং প্রোক্তং তিসৃভির্নেত্রমীরিতম্। প্রোক্তাঙ্গুলিভ্যাং-মন্ত্রং স্যাদঙ্গকল্পতরিয়িং মতা।। তর্জ্জনীমধ্যমানামাঃ প্রোক্তা নেত্রত্রয়ে ক্রমাৎ। যদি নেত্রদ্বয়ং প্রোক্তং তদা তর্জ্জনীমধ্যমে। তন্ত্রসারঃ।

মধ্যমা, অনামিকা ও তর্জ্জনী অঙ্গুলীদ্বারা হৃদয়ে, মধ্যমা ও তর্জ্জনীদ্বারা মস্তকে, অঙ্গষ্ঠদ্বারা শিখাস্থানে, সর্ব্বাঙ্গুলিদ্বারা কবচে; তর্জ্জনী ও অনামিকা এই দুই অঙ্গুলিদ্বারা নেত্রে এবং তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা করতলে ন্যাস করিবে। যদি আরাধ্য দেবতার দুই নেত্র হয়, সেই স্থলে তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলিদ্বারা নেত্রে ন্যাস করিবে। ইহা শড়ঙ্গন্যাস।

যে স্থলে পঞ্চাঙ্গন্যাসের ব্যবস্থা, সেখানে নেত্রপরিত্যাগ করিয়া অপর পঞ্চ অঙ্গে ন্যাস করিবে। বিষ্ণুবিষয়ে উপরিউক্ত অঙ্গুলিনিয়মে ন্যাস করিলে প্রশস্ত হয় না। নিম্নোক্ত বিধানক্রমে তাহা করিতে হয়। যথা -

অনঙ্গুষ্ঠা ঋজবো হস্তশাখা ভবেন্মুদ্রা হৃদয়ে শীর্ষকেহপি।
অধোহঙ্গুষ্ঠা খলু মুষ্টিঃ শিখায়াং করদ্বন্দ্বাঙ্গুলয়ো বর্ম্মণি স্যুঃ।
নারাচমুষ্ট্যূদ্ধ্বতবাহুযুগ্মকাঙ্গুষ্ঠতর্জ্জন্যুদিতো ধ্বনিস্তু।
বিশ্বগ্নিশক্তা কথিতান্ত্রমুদ্রা যত্রাক্ষিণী তর্জ্জনীমধ্যমে চ।।

বিষ্ণুবিষয়ে অঙ্গুষ্ঠহীন সরল হস্তশাখা দ্বারা হৃদয়ে ও মস্তকে ন্যাস করিবে এবং অঙ্গুষ্ঠমধ্যগতমুষ্টিদ্বারা শিখা, উভয় হস্তের সর্ব্বাঙ্গুলিদ্বারা কবচ ও তর্জ্জনী এবং মধ্যমানেত্রে ন্যাসকরিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা করতলধ্বনি করিবে।

অঙ্গন্যাসক্রম:--

আং হৃদয়ায় নমঃ। ঈং শিরসে স্বাহা। উং শিখায়ৈ বষট্। ঐং কবচায় হূং। ঔং নেত্রাভ্যাং বৌষট্। (দেবতা

ত্রনিত্রে হইলে - "ওঁং" বত্রেত্রয়ায় বৌষট্" বলিতে হয়)। অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামন্ত্রায় ফট্। (তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা বাম হস্তের তলদেশে বেষ্টেন করিয়া করতলধ্বনি করিবে)।

ব্যাপকন্যাস

ওঁ বা মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া পাদপর্য্যন্ত এবং পা হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত দুই হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক গাত্রের অতি সন্নিকিট স্থান দিয়া সঞ্চালন করাকে ব্যাপকন্যাস বলে।

ব্যাপকন্যাস নবধা বা সপ্তধা করিবে, শির হইতে পা পর্য্যন্ত এবং পা হইতে শির পর্যন্ত ঐরূপ ন্যাস করিবে। অথবা ১০৮ বার করিবে।

ঋষ্যাদিন্যাস:

ঋষীন্ন্যসেন্মূর্ধ্নিদেশে ছন্দস্তু মুখপঙ্কজে। দেবতাং হৃহয়ে চৈব বীজন্তু গুহ্য-দেশকে। শক্তিঞ্চ পাদয়োশ্চৈব সর্ব্বাঙ্গে কীলকং ন্যসেৎ। ততস্তু তত্তন্মন্ত্রোক্তন্যাসান্ কুর্য্যাদিতি। তন্ত্রসারঃ।

মস্তকে ঋষি, মুখে ছন্দ, হৃদয়ে দেবতা, গুহ্যদেশে বীজ, পাদদ্বয়ে শক্তি ও সর্ব্বাঙ্গে কীলক ন্যাস করিবে। যে দেবতার পূজায় যে ঋষি, যে ছন্দঃ, সেই সেই পদ্ধতিতে তাহা উক্ত আছে। এই সকল নামাদি উচ্চারণকরিয়া উক্ত স্থান সকল স্পর্শ করিতে হয়। এস্থলে সাধারণ ক্রমমাত্র লিখিত হইল। যথা -

অমুকমন্ত্রস্য অমুকঋষিঃ অমুকছন্দ অমুকদেবতা অমুকবীজং অমুকশক্তিঃ অমুককীলকং মমইষ্টসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ। শিরসি ওঁ অমুকঋষয়ে নমঃ, মুখে অমুকচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে ওঁ অমুকবীজায় নমঃ, পাদয়োঃ ওঁ অমুকশক্তয়ে নমঃ, সর্ব্বাঙ্গে ওঁ অমুককীলকায় নমঃ।

পীঠন্যাস

আদিতে "ওঁ" এবং অন্তে "নমঃ" শব্দ যোগ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে নিম্নলিখিতস্থান সমুদয় স্পর্শ করিবে। যথা হৃদি- ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ (এই ক্রমে) প্রকৃত্যৈ, কূর্ম্মায়, অনন্তায়, পৃথিব্যৈ, ক্ষীরসমুদ্রায়, শ্বেতদ্বীপায়, মণিমণ্ডপায়, কল্পবৃক্ষায়, মণিবেদিকায়ৈ, রত্নসিংহাসনায়, দক্ষিণস্কন্ধে ধর্ম্মায়, বামস্কন্ধে জ্ঞানায়, উরুদ্বয়ে বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায়, মুখে অধর্ম্মায়, বামপার্শ্বে অজ্ঞানায়, নাভৌ অবৈরাগ্যায়, দক্ষিণপার্শ্বে অনৈশ্বর্য্যায়, পুনঃ হৃদি অনন্তায়, পদ্মায়, অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ।

শিবের **শিবরাত্রিমূর্তিন্যাস --**

অঙ্গুষ্ঠ যোগে তর্জনী দ্বয়ে - নং তৎপুরুষায় নমঃ। কমন
তর্জনী যোগে অঙ্গুষ্ঠ দ্বয়ে - য্ং ঈশানায় নমঃ। প্রথম
অঙ্গুষ্ঠ যোগে মধ্যমা দ্বয়ে - মং অঘোরায় নমঃ। দ্বিতীয়
অঙ্গুষ্ঠ যোগে অনামিকা দ্বয়ে - বাং বামদেবায় নমঃ। তৃতীয়
অঙ্গুষ্ঠ যোগে কনিষ্ঠা দ্বয়ে - শিং সদ্যজাতায় নমঃ। চতুর্থ

****

****

নৈন্যাসনৈ

সংহার মাতৃকান্যাসঃ

সংহারমাতৃকা ধ্যান। অক্ষস্রজং হরিণপোতমুদগ্রটঙ্কং বিদ্যাং করৈরবিরতং দধতীং ত্রিনেত্রাম্। অর্দ্ধেন্দুমৌলিমরুণামরবিন্দবাসাং বর্ণেশ্বরীং প্রণমত স্তনভারনম্রাম্।

এই ধ্যান পাঠ করিয়া ক্ষ-কারাদি অকারান্ত ন্যাস করিবে ক্ষং নমং হৃদয়াদি মুখে, লং নমঃ হৃদয়াদ্যুদরে, হং হৃদয়াদি বামপদে - এইরূপে অং নমঃ ললাটে পর্যন্ত ন্যাস করিবে।

পীঠন্যাসঃ

আদিতে "ওঁ" এবং অন্তে "নমঃ" শব্দ যোগ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে নিম্নলিখিতস্থান সমুদয় স্পর্শ করিবে। যথা হৃদি- ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ (এই ক্রমে) প্রকৃত্যৈ, কূর্ম্মায়, অনন্তায়, পৃথিব্যৈ, ক্ষীরসমুদ্রায়, শ্বেতদ্বীপায়, মণিমণ্ডপায়, কল্পবৃক্ষায়, মণিবেদিকায়ৈ, রত্নসিংহাসনায়, দক্ষিণস্কন্ধে ধর্ম্মায়, বামস্কন্ধে জ্ঞানায়, ঊরুদ্বয়ে বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায়, মুখে অধর্ম্মায়, বামপার্শ্বে অজ্ঞানায়, নাভৌ অবৈরাগ্যায়, দক্ষিণপার্শ্বে অনৈশ্বর্য্যায়, পুনঃ হৃদি অনন্তায়, পদ্মায়, অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ।

ঋষ্যাদিন্যাস:

ঋষীন্ন্যসেন্মূর্ধ্নিদেশে ছন্দস্তু মুখপঙ্কজে। দেবতাং হৃদয়ে চৈব বীজন্তু গুহ্য-দেশকে। শক্তিঞ্চ পাদয়োশ্চৈব সর্ব্বাঙ্গে কীলকং ন্যসেৎ। ততস্তু তত্তন্মন্ত্রোক্তন্যাসান্ কুর্য্যাদিতি। তন্ত্রসারঃ।

মস্তকে ঋষি, মুখে ছন্দ, হৃদয়ে দেবতা, গুহ্যদেশে বীজ, পাদদ্বয়ে শক্তি ও সর্ব্বাঙ্গে কীলক ন্যাস করিবে। যে দেবতার পূজায় যে ঋষি, যে ছন্দঃ, সেই সেই পদ্ধতিতে তাহা উক্ত আছে। এই সকল নামাদি উচ্চারণকরিয়া উক্ত স্থান সকল স্পর্শ করিতে হয়। এস্থলে সাধারণ ক্রমমাত্র লিখিত হইল। যথা -

অমুকমন্ত্রস্য অমুকঋষিঃ অমুকছন্দ অমুকদেবতা অমুকবীজং অমুকশক্তিঃ অমুককীলকং মমইষ্টসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ। শিরসি ওঁ অমুকঋষয়ে নমঃ, মুখে অমুকচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে ওঁ অমুকবীজায় নমঃ, পাদয়োঃ ওঁ অমুকশক্তয়ে নমঃ, সর্ব্বাঙ্গে ওঁ অমুককীলকায় নমঃ।

ব্যাপকন্যাসঃ

ওঁ বা মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া পাদপর্য্যন্ত এবং পা হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত দুই হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক গাত্রের অতি সন্নিকট স্থান দিয়া সঞ্চালন করাকে ব্যাপকন্যাস বলে।

ব্যাপকন্যাস নবধা বা সপ্তধা করিবে, শির হইতে পা পর্য্যন্ত এবং পা হইতে শির পর্যন্ত ঐরূপ ন্যাস করিবে। অথবা ১০৮ বার করিবে।

অঙ্গন্যাসঃ

হৃদয়ং মধ্যমানামাতর্জ্জনীভিঃ স্মৃতং শিরঃ। মধ্যমা-তর্জ্জনীভ্যাং স্যাদঙ্গুষ্ঠেনে শিখা স্মৃতা।। দশভিঃ কবচং প্রোক্তং তিস্ৃভির্নেত্রমীরিতম্। প্রোক্তাঙ্গুলিভ্যাং-মন্ত্রং স্যাদঙ্গকল্পতরিয়িং মতা।। তর্জ্জনীমধ্যমানামাঃ প্রোক্তা নেত্রত্রয়ে ক্রমাৎ। যদি নেত্রদ্বয়ং প্রোক্তং তদা তর্জ্জনীমধ্যমে। তন্ত্রসারঃ।

মধ্যমা, অনামিকা ও তর্জ্জনী অঙ্গুলীদ্বারা হৃদয়ে, মধ্যমা ও তর্জ্জনীদ্বারা মস্তকে, অঙ্গুষ্ঠদ্বারা শিখাস্থানে, সর্ব্বাঙ্গুলি দ্বারা কবচে; তর্জ্জনী ও অনামিকা এই দুই অঙ্গুলিদ্বারা নেত্রে এবং তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা করতলে ন্যাস করিবে। যদি আরাধ্য দেবতার দুই নেত্র হয়, সেই স্থলে তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলিদ্বারা নেত্র ন্যাস করিবে। ইহা শড়ঙ্গন্যাস।

যে স্থলে পঞ্চাঙ্গন্যাসের ব্যবস্থা, সেখানে নেত্রপরিত্যাগ করিয়া অপর পঞ্চ অঙ্গে ন্যাস করিবে। বিষ্ণুবিষয়ে উপরউক্ত অঙ্গুলিনিয়মে ন্যাস করিলে প্রশস্ত হয় না। নিম্নোক্ত বিধানক্রমে তাহা করিতে হয়। যথা -

অনঙ্গুষ্ঠা ঋজবো হস্তশাখা ভবেন্মুদ্রা হৃদয়ে শীর্ষকেঽপি।
অধোঽঙ্গুষ্ঠা খলু মুষ্টিঃ শিখায়াং করদ্বন্দ্বাঙ্গুলয়ো বর্ম্মণি স্যুঃ।
নারাচমুষ্ট্যূর্দ্ধ্বতবাহুযুগ্মকাঙ্গুষ্ঠতর্জ্জন্যুদিতো ধ্বনিস্তু।
বিশ্বগ্নিশক্তা কথিতান্ত্রমুদ্রা যত্রাক্ষিণী তর্জ্জনীমধ্যমে চ।।

বিষ্ণুবিষয়ে অঙ্গুষ্ঠহীন সরল হস্তশাখা দ্বারা হৃদয়ে ও মস্তকে ন্যাস করিবে এবং অঙ্গুষ্ঠমধ্যগতমুষ্টিদ্বারা শিখা, উভয় হস্তের সর্ব্বাঙ্গুলিদ্বারা কবচ ও তর্জ্জনী এবং মধ্যমানেত্রে ন্যাসকরিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা করতলধ্বনি করিবে।
অঙ্গন্যাসক্রম

আং হৃদয়ায় নমঃ। ঈং শিরসে স্বাহা। উং শিখায়ৈ বষট্। ঐং কবচায় হূং। ঔং নেত্রাভ্যাং বৌষট্। (দেবতা ত্রিনেত্র হইলে - "ঔং" বেত্রত্রয়ায় বৌষট্" বলিতে হয়)। অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামন্ত্রায় ফট্। (তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা বাম হস্তের তলদেশে বেষ্টন করিয়া করতলধ্বনি করিবে)।
করন্যাসঃ

আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ (উভয়হস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিবে)। ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, (অঙ্গুষ্ঠদ্বারা উভয় হস্তের তর্জ্জনী স্পর্শ করিবে)। এইরূপ অঙ্গুষ্ঠদ্বারা পর পর সমস্ত অঙ্গুলি স্পর্শ করিবে)। যথা -

উং মধ্যমাভ্যাং বেট, ঐং অনামিকাভ্যাং হূং, ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যামমন্ত্রায় ফট্। তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা বামহস্ততলদেশে বেষ্টন করিয়া করতলধ্বনি করিবে।।

"ন্যাস" শব্দটি এসেছে 'নি' পূর্বক 'অস' ধাতু যোগে যার অর্থ হল বিশেষভাবে স্থাপন । মূল কথা হল দেহের বিভিন্ন স্থানে উপাস্য দেবতার অধিষ্ঠান । তান্ত্রিক পূজায় বিভিন্ন প্রকার ন্যাসের উল্লেখ আছে ---- অঙ্গন্যাস, করন্যাস, মাতৃকান্যাস, বর্নন্যাস , ব্যাপকন্যাস, তত্ত্বন্যাস, বীজন্যাস, ষোঢ়ান্যাস, ঋষ্যাদিন্যাস, পীঠন্যাস ইত্যাদি পীঠন্যাসের তাৎপর্য হচ্ছে দেহের বিভিন্ন স্থানে দেবতার পীঠস্থানের ভূমিরূপ চিন্তা।

দেহের অঙ্গের উপর কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করে অনাসক্তি শিক্ষা হল অঙ্গন্যাস। তার জন্য পূজনীয় দেবতা দেবীর বীজমন্ত্রের মূল অক্ষরটিতে আ, ঈ, ঊ, ঐ, ঔ ৫টি দীর্ঘ স্বরবর্ণ রূপে প্রয়োগ ।

হাত হচ্ছে ক্রিয়ার বাহন তাই অঙ্গুষ্ঠ, তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কন্যিষ্ঠা আঙ্গুল গুলিতে বীজের মূল অক্ষরের সাথে দীর্ঘ স্বরবর্ণ যোগে স্থাপনই উদ্দেশ্যে

স্বর ও ব্যঞ্জন পঞ্চাশটি বর্ণ মিলে মাতৃকা সরস্বতী, শব্দব্রহ্মময়ী আর পৃথকভাবে এক একটি বর্ণের অধিপতি এক একজন দেবতা। মাতৃকান্যাসের মাধ্যমে বর্ণগুলি উচ্চারণ করে বিভিন্ন অঙ্গ স্পর্শ করার মধ্যে দিয়ে প্রতি বর্ণ অধিষ্ঠিত দেবীর শক্তিকে উপলব্ধির চেষ্টা। কালীর গলায় ৫০টি মুন্ড পৃথকভাবে ৫০টি সংস্কৃত বর্ণ। এছারা তান্ত্রিক ক্রিয়ায়ে অন্তমাতৃকান্যাস, বাহ্যমাতৃকান্যাস, সংহারমাতৃকান্যাস , ষোঢ়ান্যাস ইত্যাদি বর্তমান

ষোঢ়া = ছয় সঙ্গী যুক্ত। অর্থাৎ দেবীর মূলমন্ত্র(অনুলোম-বিলোম) মাতৃকা বর্ণের সাথে যুক্ত অথবা

মাতৃকাবর্ণগুলি পাঁচটি বীজমন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করে ছয় প্রকারে ব্যাবহার। ষোঢ়ান্যাসের পর মাতৃকাবর্ণগুলি যথাক্রমে প্রণব, শ্রী, কাম, শক্তি, ক্লীব বীজ সংযুক্ত করে বিভিন্ন অঙ্গে মূলমন্ত্রপুটিত মাতৃকা, মাতৃকাপুটিত মূলমন্ত্র, অনুলোমক্রমে মূলমন্ত্র , বিলোমক্রমে মূলমন্ত্রন্যাসের বিধি।

****
"ন্যাস" শব্দটি এসেছে 'নি' পূর্বক 'অস' ধাতু যোগে যার অর্থ হল বিশেষভাবে স্থাপন। মূল কথা হল দেহের বিভিন্ন স্থানে উপাস্য দেবতার অধিষ্ঠান। তান্ত্রিক পূজায় বিভিন্ন প্রকার ন্যাসের উল্লেখ আছে ---- অঙ্গন্যাস, করন্যাস, মাতৃকান্যাস, বর্নন্যাস , ব্যাপকন্যাস, তত্ত্বন্যাস, বীজন্যাস, ষোঢ়ান্যাস, ঋষ্যাদিন্যাস, পীঠন্যাস ইত্যাদি। পীঠন্যাসের তাৎপর্য হচ্ছে দেহের বিভিন্ন স্থানে দেবতার পীঠস্থানের ভূমিরূপ চিন্তা। দেহের অঙ্গের উপর কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করে অনাসক্তি শিক্ষা হল অঙ্গন্যাস। তার জন্য পূজনীয় দেবতা দেবীর বীজমন্ত্রের মূল অক্ষরটিতে আ, ঈ, ঊ, ঐ, ঔ ৫টি দীর্ঘ স্বরবর্ণ রূপে প্রয়োগ। হাত হচ্ছে ক্রিয়ার বাহন তাই অঙ্গুষ্ঠ, তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা আঙ্গুল গুলিতে বীজের মূল অক্ষরের সাথে দীর্ঘ স্বরবর্ণ যোগে স্থাপনই উদ্দেশ্যে স্বর ও ব্যঞ্জন পঞ্চাশটি বর্ণ মিলে মাতৃকা সরস্বতী, শব্দব্রহ্মময়ী আর পৃথকভাবে এক একটি বর্ণের অধিপতি এক একজন দেবতা। মাতৃকান্যাসের মাধ্যমে বর্ণগুলি উচ্চারণ করে বিভিন্ন অঙ্গ স্পর্শ করার মধ্যে দিয়ে প্রতি বর্ণ অধিষ্ঠিত দেবীর শক্তিকে উপলব্ধির চেষ্টা। কালীর গলায় ৫০টি মুন্ড পৃথকভাবে ৫০টি সংস্কৃত বর্ণ। এছারা তান্ত্রিক ক্রিয়ায়ে অন্তমাতৃকান্যাস, বাহ্যমাতৃকান্যাস, সংহারমাতৃকান্যাস , ষোঢ়ান্যাস ইত্যাদি বর্তমান ষোঢ়া = ছয় সঙ্গী যুক্ত। অর্থাৎ দেবীর মূলমন্ত্র(অনুলোম-বিলোম) মাতৃকা বর্ণের সাথে যুক্ত অথবা মাতৃকাবর্ণগুলি পাঁচটি বীজমন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করে ছয় প্রকারে ব্যাবহার। ষোঢ়ান্যাসের পর মাতৃকাবর্ণগুলি যথাক্রমে প্রণব, শ্রী, কাম, শক্তি, ক্লীব বীজ সংযুক্ত করে বিভিন্ন অঙ্গে মূলমন্ত্রপুটিত মাতৃকা, মাতৃকাপুটিত মূলমন্ত্র, অনুলোমক্রমে মূলমন্ত্র , বিলোমক্রমে মূলমন্ত্রন্যাসের বিধি। ব্যাপকন্যাসে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি, ঋষ্যাদিন্যাস এ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির ভাবে নিজেকে দেবভাবে ঈশ্বরদর্শনের উপযুক্ত করে তোলা